# প্রাগাধুনিক থেকে আধুনিক কবিতা
## রূপান্তরের পটভূমি ও বৈশিষ্ট্য

PG 2nd Semester
BNG 202, Unit III (1)

Dr. Nilratan Sarkar

# ঔপনিবেশিকতার বিস্তার

১৭৫৭ : পলাশীর যুদ্ধ

১৭৬৫ : দেওয়ানি লাভ

১৭৭৮ : চুঁচুড়ায় ছাপাখানার প্রতিষ্ঠা

১৭৮৪ : এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা

১৭৯৩ : কর্নওয়ালিস কর্তৃক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রচলন।

১৮০০ : ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ

১৮১৭ : হিন্দু কলেজ ও স্কুল বুক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা

১৮১৮ : দিকদর্শন পত্রিকার প্রকাশ

১৮২৪ : সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা

১৮৩৯ : তত্ত্ববোধিনী সভা ও দুবছর পর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রকাশ

১৮৫৭ : খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির নজরদারি থেকে শাসনভার চলে যায় সরাসরি ব্রিটিশ রাজশক্তির অধীনে।

: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা

১৮৬১ : মেঘনাদবধকাব্য প্রকাশ ও রবীন্দ্রনাথের জন্ম

# ঔপনিবেশিকতার বিস্তার : সামাজিক অভিঘাত

শিল্পোন্নত দেশেও চাকরির বিস্তার হয়, কিন্তু সেখানে সেটা শিল্পায়নের গতির ‘over head’ হিসেবে গড়ে ওঠে। কিন্তু অনুন্নত দেশে তা হয় না। প্রকৃত যন্ত্রায়ন (mechinization) হলে এবং শিলপায়নের সংশ্লিষ্ট উপশিল্পের বিস্তার হলে নানা রকমের কাজকর্ম পর্যাপ্ত অনভিজ্ঞ মানবিক শ্রম (unskilled human labour) নিয়োগ করে করার দরকার হয় না। কিন্তু অনুন্নত দেশে যেহেতু যন্ত্রায়ন ও শিল্পায়নের পথে বাধার সৃষ্টি হয়, সেইজন্য যন্ত্রের কাজ সাধারণ মানুষের মেহনত দিয়েই করা হয়। এই সমস্ত দেশে নাগরিক রূপায়নের অগ্রগতির সঙ্গে তাই দেখা যায়, শহরে খুচরা ব্যবসায়ী, ভেন্ডার, নানারকমের কর্মচারী, কুলিমজুর এবং বিচিত্র সব কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত ... লোকের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। .... কলকাতা শহরের আর্থিক জীবনের বিকাশ অনেকটা এই ধারাতেই হয়েছে। কুলিমজুর, হকার, পোর্টার, ভিক্ষুক, চাকর প্রভৃতি ‘non-productive’ প্রলেতারিয়েট-শ্রেণীর কথা বাদ দিলে যাঁদের মধ্যবিত্তশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন মধ্য ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, দোকানদার ও বিচিত্র রকমের শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত সব কর্মচারী।

বিনয় ঘোষ, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা,*

# ঐতিহ্য ও আধুনিকতা

No poet, no artist of any art, has his complete meaning alone. His significance, his appreciation is the appreciation of his relation to the dead poets and artists. You cannot value him alone; you must set him, for contrast and comparison, among the dead.

- T. S. Eliot, "Tradition and the Individual Talent"

# ঐতিহ্য ও রবীন্দ্রনাথ

I was born in 1861; that is not an important date in history but it belongs to a great epoch in Bengal, when the currents of three movements had met in the life of our country.

"Religion of an Artist"

১. রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩)-এর ধর্মান্দোলন, যার সঙ্গে ঠাকুরবাড়ি তথা রবীন্দ্রনাথের যোগ অচ্ছেদ্য;

২. বাংলা সাহিত্যে প্রায় বিস্ফোরণের মতো বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪)-এর আবির্ভাব, যাঁকে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যগুরু মেনেছিলেন

৩. প্রবল এক জাতীয়তাবোধের উন্মেষ

# বুদ্ধদেব বসু - *সঙ্গ : নিঃসঙ্গতা : রবীন্দ্রনাথ*

এই সব অগ্রদূতের (উনিশ শতকের বুদ্ধিজীবী) যা-কিছু কৃতি, এই সব দেশপ্রেমিক, শিক্ষাব্রতী, সমাজসেবী ও ধর্মগুরুদের যা-কিছু সাধনা, সব যেন তাঁর [রবীন্দ্রনাথ] মধ্যে এসে সংশ্লিষ্ট ও সমন্বিত হলো ... যার মধ্যে বাঙালির শ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষাগুলি গৃহীত হলো, যেন পূর্বসূরীদের বহুমুখী প্রচেষ্টার শেষ ফল তিনি, যেন তাঁকে গড়ে তোলার জন্যই সেই যুগের বহুমুখী পরিশ্রম।

# প্রাগাধুনিক বাংলার সমাজ-বাস্তবতা উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক সমাজ বাস্তবতা

## প্রাগাধুনিক

- ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস/ নির্ভরতা
- প্রকৃতি
- গ্রামীন লোকায়ত-সংস্কৃতি
- অদৃষ্টবাদ
- পূজানির্ভর জীবনযাপন

## ঔপনিবেশিক

- বিজ্ঞান-নির্ভরতা
- যন্ত্রসভ্যতা
- নাগরিক জীবন-সংস্কৃতি
- সংশয়ী যুক্তিবাদ
- পুঁজিনির্ভর জীবনযাপন

# আধুনিক বাংলা কবিতার পথ

যুগসন্ধির কবিতা

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-৫৯)

মহাকাব্য-আখ্যান কাব্য

মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩)

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-৮৭)

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩)

নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯)

গীতিকাব্য

বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-৯৪)

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬)

অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১৮৪৬-১৯১৭)

অক্ষয় চৌধুরী (১৮৫০-৯৮)

# রবীন্দ্র-প্রতিভার উন্মেষ

বাল্যকালে বাল্মীকিপ্রতিভা নামক একটি কাব্য রচনা করিয়া বিদ্বজ্জনসমাগম নামক সম্মিলন উপলক্ষে অভিনয় করিয়াছিলাম ... সেই নাটকের মূল ভাবটি, এমনকি, স্থানে স্থানে তাহার ভাষা পর্যন্ত বিহারীলালের সারদামঙ্গলের আরম্ভভাগ হইতে গৃহীত।

- ''বিহারীলাল'', *আধুনিক সাহিত্য,*

ইঁহার (অক্ষয় চৌধুরী) সদ্য রচনাগুলি সর্বদাই পড়িয়া শুনিয়া আলোচনা করিয়া আমার তখনকার রচনারীতি লক্ষ্যে অলক্ষ্যে ইঁহার লেখার অনুসরণ করিয়াছিল।

**-*জীবনস্মৃতি*-র প্রথম পাণ্ডুলিপি**

# হেমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ

আজি পূরণিমা নিশি
তারকা কাননে বসি
অলস-নয়নে শশী
মৃদু হাসি
হাসিছে।
পাগল পরাণে ওর
লেগেছে ভাবের ঘোর,
যামিনীর পানে চেয়ে
কি যেন কি ভাবিছে

-''ফুলবালা'', *শৈশবসংগীত*

আহা কী সুন্দর নিশি, চন্দ্রমা উদয়,

কৌমুদীরাশিতে যেন ধৌত ধরাতল।

সমীরণ মৃদু-মৃদু ফুলমধু বয়

কল-কল করে ধীরে তরঙ্গিনী-জল!

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ''যমুনাতটে'',দ্র. *শ্রেষ্ঠ কবিতা,*

যাও লক্ষ্মী অলকায়

যাও লক্ষ্মী অমরায়

এসো না যোগীজন তপোবনে আর

*সারদামঙ্গল*

যাও লক্ষ্মী অলকায় যাও লক্ষ্মী অমরায়

এ বনে এসো না, এসো না,

এসো না দীনজন-কুটিরে

*বাল্মীকিপ্রতিভা*

# বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথ

# রবীন্দ্রনাথ ও একটি সোনালি পাহাড়

রবীন্দ্রযুগ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)

রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২)

যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৮৭-১৯৫৪)

কালিদাস রায় (১৮৯৯-১৯৭৫)

রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ**

মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২)

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪)

নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)

# ‘‘রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক’’

রবীন্দ্রনাথের ব্রত নিলেন তাঁরা (সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়), কিন্তু তাঁকে ধ্যান করলেন না, অনুষ্ঠানের ঐকান্তিকতার স্বরূপচিন্তার সময় পেলেন না; তাঁদের কাছে একথাটি ধরা পড়লো না যে রবীন্দ্রনাথের যে-গুণে তাঁরা মুগ্ধ, সেই সরলতা প্রকৃতপক্ষে জলধর্মী, অর্থাৎ তিনি সরল শুধু উপর-স্তরে, শুধু আপতিকভাবে, কিন্তু গভীর দেশে অনিশ্চিত কুটিল; স্রোতে, প্রতিস্রোতে, আবর্তে নিত্যমথিত; আরো গভীরে ঝড়ের জন্মস্থল, আর হয়তো -- এমনকি -- খরদন্ত মকর নক্রের দুঃস্বপ্ন নীড়। যে-আশ্রমে তাঁরা স্থিত হলেন, সেই মহাকবির জঙ্গমতা তাঁরা লক্ষ করলেন না, যাত্রার মন্ত্র নিলেন না তাঁর কাছে তাঁকে ঘিরেই ঘুরতে লাগলেন, তাঁরই মধ্যে নোঙর ফেলে নিশ্চিন্ত হলেন। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ করতে গিয়ে তাঁরা ঠিক তা-ই করলেন যা রবীন্দ্রনাথ কোনোকালেই করেননি। এই ভুলের জন্য -- ভুল বোঝার জন্য তাঁদের লেখায় দেখা দিল সেই ফেনিলতা, সেই অসহায়, অসংবৃত উচ্ছ্বাস, যা ‘স্বভাবকবি’র কুলক্ষণ; -- শৈথিল্যকে স্বতঃস্ফূর্তি বলে, আর তন্দ্রালুতাকে তন্ময়তা বলে ভুল করলেন তাঁরা; -- আর ইতিহাসে তারা শ্রদ্ধেয় হলেন এই কারণে যে রবিতাপে আত্মাহুতি দিয়ে তারা পরবর্তীদের সতর্ক করে গেছেন।

# আধুনিক কবিরা ১

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-৫৪)

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-৬০)

# আধুনিক কবিরা ২

অমিয় চক্রবর্তী (১৯০৩-৮৬)

প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৫-৮৮)

# আধুনিক কবিরা ৩

বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-৭৪)

বিষ্ণু দে (১৯০৯-৮২)

*Les Flurs du Mal* (1858)
(*The Flowers of Evil*)

ক্লেদজ কুসুম, বুদ্ধদেব বসু

# Charles Baudelaire
# 1821-67

আধুনিক কবিতায় বিদেশি কবির প্রভাব ১

# T S Eliot 1888-1965

আধুনিক কবিতায় বিদেশি কবির প্রভাব ২

"The Love Songs of J. Alfred Prufock " (1915)
The Waste Land (1922), "The Hollow Men" (1925)

# বাংলা কবিতা : দশকওয়ারি বিভাজন

| রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ | তিনের দশক | উত্তাল চল্লিশ | পাঁচের দশক | ছয়ের দশক | সাতের দশক |
|---|---|---|---|---|---|
| করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৫৫) | জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) | সমর সেন (১৯১৬-৮৭) | আলোক সরকার (১৯৩১-২০১৬) | তুষার রায় (১৯৩৫-৭৭) | অমিতাভ গুপ্ত (১৯৪৭-) |
| যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৭৮-১৯৪৮) | সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-৬০) | সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯-২০০৩) | শঙ্খ ঘোষ (১৯৩২-) | মণিভূষণ ভট্টাচার্য (১৯৩৮-২০১৪) | রণজিৎ দাশ (১৯৪৯-) |
| যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮০-৫৪) | অমিয় চক্রবর্তী (১৯০২-৮৬) | অরুণ মিত্র (১৯০৯-২০০০) | অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত (১৯৩৩-) | পবিত্র মুখোপাধ্যায় (১৯৪০-) | নির্মল হালদার (১৯৫৪-) |
| সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২) | প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-৮৮) | দীনেশ দাস (১৯১৩-৮৫) | শক্তি চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩-৯৫) | দেবদাস আচার্য (১৯৪১-) | বীতশোক ভট্টাচার্য (১৯৫১-২০১২) |
| কিরণধন চট্টোপাধ্যায় (১৮৮৮-১৯৩১) | বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-৭৪) | বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯২০-৮৫) | বিনয় মজুমদার (১৯৩৪-২০০৬) | কালীকৃষ্ণ গুহ (১৯৪৪-) | জয় গোস্বামী (১৯৫৪-) |
| মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২) | বিষ্ণু দে (১৯০৯-৮২) | মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় (১৯২০/২১-২০০৩) | সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১২) | ভাস্কর চক্রবর্তী (১৯৪৫-২০০৫) | মৃদুল দাশগুপ্ত (১৯৫৫) |
| নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) | সঞ্জয় ভট্টাচার্য (১৯০৯-৬১) | নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (১৯২৪-২০১৮) | উৎপলকুমার বসু (১৯৩৯-২০১৫) | দেবারতি মিত্র (১৯৪৬-) | সুবোধ সরকার (১৯৫৮-) |